প্রথম আলো

তারিখ ... 27 JAN 2016 ...
পৃ. ... ১ ... কলাম ... ৭ .....

শিক্ষার্থীদের ওপর বাড়তি বইয়ের অনৈতিক চাপ

মোশতাক আহমেদ ■

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) বাইরে নিয়মবহির্ভূত বেশি বই পড়তে বাধ্য করছে স্কুলগুলো। শহর এলাকায়, বিশেষ করে নামকরা বেসরকারি স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনে এমন ঘটনা বেশি হচ্ছে।

শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষার্থীর বয়স ও ধারণক্ষমতার কথা বিবেচনা করে কোন শ্রেণির জন্য কয়টি বই ও শিক্ষাক্রম কী হবে, তা ঠিক করে এনসিটিবি। শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকেরা বলছেন, বাড়তি বই শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ তৈরি করছে। তাদের মানসিক বিকাশও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এটা অনৈতিক।

এনসিটিবির অনুমোদনহীন বইকে বেআইনি উল্লেখ করে সংস্থার ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী (রতন সিদ্দিকী) *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এসব বেআইনি বাড়তি বই বন্ধ করতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে (মাউশি) চিঠি দিয়েছি।'

এনসিটিবির নিয়ম মানছে না স্কুলগুলো

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে বাড়তি দুই থেকে আটটি বই পড়তে হচ্ছে শিশুদের

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে এনসিটিবি-নির্ধারিত তিনটি বই হলো বাংলা, ইংরেজি ও গণিত। এই তিনটির সঙ্গে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে আরও তিনটি বই। এগুলো হলো বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, প্রাথমিক বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা।

রাজধানীর অন্তত ১০টি বেসরকারি বিদ্যালয় ঘুরে এবং অন্তত ২০ জন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২